মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়সমূহ

৪০, রামকৃষ্ণ রোড, রিশড়া, হুগলী - ৭১২২৪৮

E-mail : msrkam.ofc@gmail.com • Website : www.msrka.org

মাহেশ
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
শিশুভবন

মাহেশ
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

মাহেশ
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
পাঠশালা

মাহেশ
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
ছাত্রাবাস

মাহেশ
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
বিবেকানন্দ বিদ্যালয়

মাহেশ
শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম
বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)

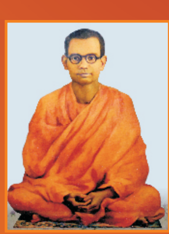

একটি সামগ্রিক রূপরেখা
এবং
জ্ঞাতব্য বিবরণী

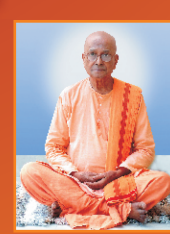

ঃ অবস্থান ঃ

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মহকুমার রিশড়া শহরে অবস্থিত। রিশড়া স্টেশন থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে হাঁটাপথে দূরত্ব ১০ মিনিটের। জি.টি.রোড থেকেও পশ্চিমদিকে প্রায় সমদূরত্বেই আশ্রমের বিদ্যালয়সমূহ অবস্থিত ।

ঃ উদ্দেশ্য ঃ

স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন, 'মানুষের মধ্যে যে সঠিকত্ব পূর্ব থেকেই বিদ্যমান, শিক্ষার উদ্দেশ্য তাকে সঠিকভাবে প্রকাশিত করা'। স্বামীজীর মানুষ গড়ার আদর্শ নিয়ে শিক্ষার্থীদের কর্মঠ, স্বাবলম্বী ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলাই আশ্রম বিদ্যালয়সমূহের উদ্দেশ্য। সুনিয়ম, শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা এবং নৈতিকতার মধ্য দিয়ে শিক্ষকমন্ডলী ও সন্ন্যাসীবৃন্দের সাহচার্যে এবং শ্রীশ্রীঠাকুর - শ্রীমা - স্বামীজীর ভাবাদর্শে পূর্ণ মনুষ্যত্ব অর্জনের শিক্ষাদানেই আশ্রম ব্রতী হয়েছে।

ঃ বিবর্তনের ধারা ঃ

শিক্ষাক্ষেত্রে মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়সমূহ সমগ্র রাজ্যে একটি স্বকীয় স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল স্থান বজায় রেখে চলেছে বিগত ছয় দশকেরও বেশি সময় ধরে। আশ্রম তথা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সন্ন্যাসী স্বামী প্রেমঘনানন্দ (অরূপ মহারাজ) ১৯২৪ সালে বেলুড় মঠে যোগদান করে বিভিন্ন শাখা কেন্দ্রে কাজ করেন। মিশনের 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদনা বিভাগের দায়িত্বেও ছিলেন তিনি। শিশু ও কিশোরদের মানসিক , বৌদ্ধিক এবং চারিত্রিক বিকাশের জন্য তিনি বেশ কয়েকটি বই লিখেছিলেন। এই বিষয়ে প্রবল আগ্রহের কারণে তিনি মিশন ত্যাগ করে স্বাধীনভাবে 'কিশোর বাংলা' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে শুরু করেন ।

দেশভাগ ও স্বাধীনতার পর স্বামীজী রিশড়ায় এসে দান হিসাবে পাওয়া মাত্র দু'কাঠা জমি সংগ্রহ করে টালির একটি ছোট ঘরে আশ্রম গড়ে স্থান নিলেন। এক বছরের মধ্যে পাওয়া আরো কিছুটা জমিতে তিনি তাঁর আকাঙ্ক্ষিত স্বপ্নপূরণের জন্য প্রথমে ১৯৫২ সালে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠশালা স্থাপন করলেন অল্প সংখ্যক ছাত্র নিয়ে। মাটির মেঝে, এ্যাসবেস্টরের চাল; উত্তর দিকে ছিটেবেড়া ও দক্ষিণ খোলা। চটের আসনেই ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল। প্রতিষ্ঠাতা মহারাজের দেহত্যাগের পর তাঁরই মন্ত্র শিষ্য স্বামী সোমানন্দ মহারাজ প্রতিষ্ঠানটিকে উন্নতির শিখরে নিয়ে চললেন শুভানুধ্যায়ী ও বিদ্যোৎসাহী অনুগামীদের সাহায্য - সহযোগিতায়। তিনিই বর্তমান আশ্রমের রূপকার ।

স্বামী প্রেমঘনানন্দ মহারাজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ই ক্রমে ১৯৫৫ সালে দুই শ্রেণির নিম্নমাধ্যমিক, ১৯৫৬ সালে চার শ্রেণির নিম্নমাধ্যমিক এবং ১৯৫৯ সালে সম্পূর্ণ দশম শ্রেণির মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের অনুমোদন লাভ করে। আশ্রম প্রাঙ্গণে ক্রমে ক্রমে গড়ে উঠেছে শিশুশিক্ষার জন্য শিশুভবন, বুনিয়াদী শিক্ষার জন্য নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ের দু'টি ইউনিট, ৫ম থেকে ১০ম শ্রেণির ছাত্রদের জন্য বিবেকানন্দ বিদ্যালয় (যা আগে ৫ম থেকে ৮ ম শ্রেণির জন্য নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ছিল) এবং ২০০৫- ২০০৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে প্রথম মাধ্যমিক বিদ্যালয়টি উন্নীত হয়েছে বহু প্রতীক্ষিত উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে। এভাবেই স্বামী প্রেমঘনানন্দ মহারাজ ও স্বামী সোমানন্দ মহারাজের প্রতিষ্ঠিত এবং পরিকল্পিত প্রতিষ্ঠিতসমূহকে আশ্রমের বর্তমান পরিচালকমন্ডলী এগিয়ে নিয়ে চলেছেন শিক্ষার্থীদের মানসিক এবং চারিত্রিক বিকাশ সাধনের মহান লক্ষ্য নিয়ে। প্রতিষ্ঠানসমূহের শিক্ষকমন্ডলী, কর্মীবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ এবং সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষী মানুষের ভূমিকাও এক্ষেত্রে সদর্থক। সকলের মিলিত প্রচেষ্টাতেই ২০১৮ সালে আশ্রম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ প্রদত্ত 'সেরা বিদ্যালয়' সম্মাননা অর্জনের কৃতিত্ব দেখিয়েছে। আশ্রমের সমস্ত বিদ্যালয় - ইউনিটের সার্বিক সহযোগিতাতেই এই সাফল্য এসেছে - এ'কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় ।

বিদ্যালয় ইউনিটগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং ভর্তিসংক্রান্ত ও অন্যান্য নিয়মাবলী

জ্ঞাতব্য বিবরণী

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম শিশুভবন

স্থাপিত - ১৯৬১ • ৪০ রামকৃষ্ণ রোড, পো. - রিশড়া, হুগলী

Contact : 70038 43304, E-mail : sishubhawan@msrka.org

আশ্রমের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনাধীন এই বিদ্যালয়ে নার্শারী - ১ শ্রেণি থেকে কেজি - ১ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠদান করা হয় ছাত্রছাত্রীদের। শ্রেণি উর্ত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের সরাসরি আশ্রমের নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়ে প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির ব্যবস্থা আছে। মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ‘শিশুভবন’ টি (নার্শারী কিন্ডারগার্টেন বিদ্যালয়) গড়ে উঠেছে স্থানীয় অধিবাসীগণের আন্তরিক আগ্রহে ও আশ্রম কর্তৃপক্ষের সহৃদয় প্রচেষ্টায়। ১৯৬১ সালে সরকারি আনুকুল্যে প্রাক্ - বুনিয়াদী বিদ্যালয়রূপে শিশুভবনের সূচনা। এইরূপ বিদ্যালয় মাহেশ শ্রীরামপুর বা রিশড়া অঞ্চলে সর্বপ্রথম এই আশ্রমের প্রচেষ্টায় স্থাপিত হল। বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত চারজন দিদিমণি এলেন। সরকারি সাহায্যে গৃহনির্মাণ, ছাত্রদের চেয়ার- টেবিল, অফিসের আসবাব ও অন্যান্য শিক্ষা সরঞ্জামের ব্যবস্থা হল। অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে এই বিদ্যালয় ভালভাব পরিচালিত হলেও প্রায় ৩৩ বছর পর সরকারি শিক্ষাবিভাগের নতুন নীতি অনুসারে ১৯৯৪ সাল থেকে এই ধরনের বিদ্যালয়ের জন্য সরকারি সহায়তা বন্ধ করে দেওয়া হল। কিন্তু আশ্রম কর্তৃপক্ষ ছোট শিশুদের এই সাজানো বাগান ভেঙে না ফলে নিজ স্কন্ধে পরিচালনার ভার তুলে নিয়ে একে আরও সমৃদ্ধ করেন। সেদিনের সেই কিন্ডারগার্টেন আজ সকলের সহায়তায় ও পরিশ্রমে আরো সমৃদ্ধ।

ভর্তি সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়

১) শিশুভবনে নার্শারী - ১ শ্রেণিতে ভর্তি হয়। ২) ১জানুয়ারি বয়স ৩ বৎসর থেকে ৪ বৎসর হতে হবে। ৩) ফর্মের মূল্য ৮০০/- (বিদ্যালয়ের বিবরণীসহ)। ৪) ফর্ম নেওয়ার সময় শিশুর বয়সের প্রমাণপত্র ও শিশুর পিতার রেশনকার্ড বা আধার কার্ড দেখাতে হবে। ৫) বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে সরকারি বার্থ রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯৬৯ অনুসারে একমাত্র কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি বা পঞ্চায়েতের বার্থ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট গ্রাহ্য হবে। গ্রামে জন্ম হলে পঞ্চায়েতের স্যানিটারী ইন্সপেকটরের সার্টিফিকেট দিতে হবে। ৬। ভর্তির ফর্ম জমা দেবার সময় বার্থ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত কপি, বাবার আধার কার্ডের প্রত্যয়িত কপি, ও শিশুর দুই কপি রঙিন পাসপোর্ট ছবি জমা দিতে হবে। ৭) মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বর অনুসারে উপযুক্ত ছাত্র-ছাত্রীর মেধা তালিকা পৃথক - পৃথকভাবে প্রকাশ করা হয়। মৌখিক পরীক্ষায় বুদ্ধির বিকাশের ধারা অনুসারে গৃহীত হয় নানাবিধ প্রশ্ন দ্বারা বা ছবি, দ্রব্যাদি প্রদর্শনের মাধ্যমে শিশুদের বুদ্ধির বিকাশ ধরা হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের গুণগত মানই একমাত্র বিবেচ্য। এছাড়া অভিভাবক - অভিভাবিকা - র ইন্টারভিউ নেওয়া হয়। (ভর্তি পরীক্ষার দিন) ৮) ভর্তির পরীক্ষার সময় প্রবেশপত্র, পরীক্ষার্থীর সাথে রাখতে হবে। পরীক্ষার সময় প্রবেশপত্র নিয়ে নেওয়া হবে। ৯) নার্শারী - ১ - এর ভর্তি পরীক্ষা নেন অন্য কোন বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষিকাগণ। মৌখিক পরীক্ষার ভিত্তিতে মেধা তালিকা তৈরী হয়।

উৎসব - অনুষ্ঠান

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহ , মনীষীদের জন্মদিবস, বাংলা নববর্ষ, শিক্ষক দিবস, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানগুলিতে ছাত্রছাত্রীদের যোগদান বাধ্যতামূলক।

নেতাজী -উদ্যান

বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্ত পরিবেশে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় সংলগ্ন একটি উদ্যান আছে যা ‘নেতাজী উদ্যান’ নামে আশ্রম বিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি উৎসবে উন্মোচিত হয়। শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্য ও মনকে সতেজ রাখতে ব্যায়াম ব্রতচারীর ব্যবস্থা আছে।

শিক্ষা - ব্যবস্থা

আশ্রমে শিশুভবনের ছাত্র-ছাত্রীগণ নার্শারী - ১, নার্শারী - ২ ও কেজি -১ শ্রেণিতে তিন বছরের পড়া শেষ করে। নার্শারী - ১শ্রেণিতে কোন পাঠ্য - পুস্তক পড়ানো হয় না। মুখে - মুখে , শ্লেট পেন্সিলে ছবি আঁকায় শিশুরা শিক্ষা পায়। নার্শারী -২ , কেজি - ১ শ্রেণিতে বিভিন্ন বই , হাতের লেখা , ছবি আঁকা, ছড়া , হাতের কাজ , ছবি আঁকা , মাটির পুতুল গড়া - এসব কাজও থাকে। কেজি - ১ শ্রেণিতে শিশু শ্রেণির উপযোগী সমস্ত শিক্ষাই দেওয়া হয়। সকাল ১০.৩০ মি. থেকে ২.১০ মি. পর্যন্ত শিশুভবনে পড়াশুনা হয়। দুপুরে শিশুদের টিফিন দেওয়া হয়। বাড়ি থেকে টিফিন ও জল আনা বারণ। প্রতি শনিবার ও রবিবার শিশুভবন ছুটি থাকে। শিশুভবনে নাচ- গান- আবৃত্তি - খেলার জন্য পৃথক শিক্ষক ও শিক্ষিকা নিযুক্ত আছেন। তাঁরা নিয়মিত এবং বিশেষ অনুষ্ঠানের সময় শিশুদের যত্ন নিয়ে শিক্ষা দেন।

বিদ্যালয়ে শিক্ষিকামন্ডলী

১) **শ্রীমতী তপশ্রী দস্তিদার** (প্রধান শিক্ষিকা) ২) শ্রীমতী পম্পা দে (সহঃ শিক্ষিকা) ৩) শ্রীমতী রীমা ভট্টাচার্য্য (সহঃ শিক্ষিকা) ৪) শ্রীমতী কণা বারিক সরকার (সহঃ শিক্ষিকা)

শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

১) শ্রীমতী রাণু মল্লিক ২) শ্রীমতী শঙ্করী দাস ৩) শ্রীমতী সুমিত্রা ঘোষ ৪) শ্রীমতী পাপিয়া নায়েক।

জ্ঞাতব্য বিবরণী

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়

স্থাপিত - ১৯৬০ • ৪০ রামকৃষ্ণ রোড , পো. - রিশড়া, হুগলী

Contact : 98753 39508 / 98367 94881, E-mail : nb.unit1@msrka.org / nb.unit2@msrka.org

নতুন শিক্ষাবর্ষে বিদ্যালয় সমূহে ভর্তি সংক্রান্ত তথ্য

প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আশ্রম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্ব নির্ধারিত দিনে যে ভিত্তি সমীক্ষা করা হয় তার ফলাফলের নিরিখে যে তালিকা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করেন তার ভিত্তিতে কেবলমাত্র প্রথম শ্রেণিতে ছাত্র - ছাত্রীদের ভর্তি করা হয়। এছাড়াও আশ্রমের শিশু ভবনের কেজি -১ এর ছাত্র - ছাত্রী সকলেই এই নিম্ন বুনিয়াদী প্রথম শ্রেণিতে স্বাভাবিক নিয়মে ভর্তি হতে পারে।

বয়স- প্রতি শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীর বয়স ৬ বছর থেকে ৭ বছরের মধ্যে হতেই হবে।

ভিত্তি সমীক্ষার নিয়ম

প্রথম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য বাংলা, ইংরাজী ও অংক বিষয়ে লিখিত ভিত্তি সমীক্ষা নেওয়া হয়। বাংলা সমীক্ষা পত্রের মোট নম্বর ৪০, অংক সমীক্ষা পত্রের মোট নম্বর ৪০, ইংরাজী সমীক্ষা পত্রের মোট নম্বর ২০। সর্বমোট ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে সমীক্ষার ফলাফল বিচার করা হয়। সমীক্ষার প্রশ্নের উত্তর ঐ পত্রেই লিখে দিতে হবে। ছাত্রদের নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে মেয়েদের প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়ার ব্যবস্থা আছে।

নেতাজী উদ্যান

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্ত পরিবেশ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিদ্যালয় সংলগ্ন একটি উদ্যান আছে যা ‘‘নেতাজী উদ্যান’’ নামে আশ্রম বিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি উৎসবে উন্মোচিত হয়। ছাত্রদের বিনোদনের জন্য জীব - জন্তুর প্রতিকৃতি স্থাপন করা হয়েছে। স্লিপ, ছোট, দোলনা, বিভিন্ন খেলার ব্যবস্থা এখানে আছে। শিক্ষার সঙ্গে স্বাস্থ্য ও মনকে সতেজ রাখতে ব্যায়াম , ফুটবল খেলা , ব্রতচারীর ব্যবস্থা আছে।

উৎসব অনুষ্ঠান

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ছাত্রদের সামাজিক ভাবধারার মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন জাতীয় দিবস সমূহ, মনীষীদের জন্মদিন, বাংলা নববর্ষ, শিক্ষক দিবস, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান উৎস্থাপিত হয়। এই অনুষ্ঠান গুলিতে ছাত্ররা যোগদান করে থাকে।

শিশুদের সহ - শিক্ষাক্রমের ক্রিয়াকলাপ

বিদ্যালয়ে পঠন - পাঠন ছাড়াও খেলাধুলা , সঙ্গীত, আবৃত্তি, নাটক ও বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রদের চারিত্রিক , মানসিক এবং সার্বিক পরিপূর্ণতার প্রকাশ ঘটাতে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ উৎসাহ প্রদান করে থাকেন। প্রতিদিন বিদ্যালয়ের শুরুতে প্রার্থনা এবং বৈদিক শান্তিমন্ত্র পাঠের মধ্য দিয়ে বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হয় প্রতিমাসে একদিন ‘‘ শিশুমহল’’ শিক্ষকদের সহযোগিতায় ছাত্রদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত হয় । ছাত্ররা নিজেরা নিজ নিজ সাংস্কৃতিক গুণ তুলে ধরে। প্রতি বছর শারদ উৎসবের পূর্বে দেওয়াল পত্রিকা ‘‘ মুকুল’’ প্রস্তুত করা হয়। পঠন - পাঠন ছাড়া হাতের কাজের মাধ্যমে ছাত্ররা শিল্পশৈলী ও সাংস্কৃতিক মননের বিকাশ ঘটে এবং সৃষ্টির আনন্দ খুঁজে পায়। সময়োপযোগী শিক্ষাদানের ভিত্তিতে বিদ্যালয়ে প্রতি শ্রেণিতেই বিশেষ ইংলিশ শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে । অভিজ্ঞ শিক্ষিকা দ্বারা প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় । শিশুদের সমানভাবে মেলামেশা ও সহমর্মিতা গড়ে তোলার জন্য ছাত্রদের নিয়ে একদিন ‘‘ পিকনিকের’’ ব্যবস্থা করা হয়। বিদ্যালয়ের ছাত্র - ছাত্রীরা প্রতি বছর দু - তিনটি মেধা পরীক্ষার জেলা রাজ্যস্তরে সম্মানজনক স্থানাধিকার করে বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি করে। বিদ্যালয়ের ছাত্র - ছাত্রীরা বিদ্যালয়ে এবং বিভিন্ন সংস্থার আয়োজিত বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে নিজ হাতে গড়া বিজ্ঞান, ভূগোল মডেলের সাহায্যে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করে, পরিচালনে ও রূপায়ণের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করে। এই বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাদান করা হয়। এছাড়া তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে ছাত্রদের জন্য কম্পিউটার প্রশিক্ষণের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা আছে। বিদ্যালয়ের নিজস্ব গ্রন্থাগার আছে। মাধ্যমিক শিক্ষা গ্রহণে আশ্রম পরিচালিত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ে আশ্রমের এই নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ের ছাত্ররা স্বাভাবিকভাবেই ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে। আশ্রম কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা করে দেন। মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিকেও ছাত্ররা নিয়মানুয়ায়ী ভর্তি হতে পারবে। কাজেই আশ্রম অঙ্গন ছোটদের যথাযথ শিক্ষা ব্যবস্থার যথেষ্ট সুযোগ আছে।

ছাত্রদের অবশ্য পালনীয় কয়েকটি নিয়ম

প্রত্যেক ছাত্র প্রার্থনা ঘন্টা পড়ার অন্তত ৫ মিনিট পূর্বে নিজেদের শ্রেণিতে এসে বসবে । ১০.৩০ মিনিট প্রার্থনা ঘন্টা পড়ার পর ছাত্ররা জুতো খুলে বারান্দায় বা শ্রেণি কক্ষে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াবে। দ্বিতীয় ঘন্টার পর নীরবে এক একটি শ্রেণির ছাত্ররা কক্ষে প্রবেশ করে নির্দিষ্ট স্থানে বসবে। প্রার্থনাদি শেষ হলে পুনরায় সারিবদ্ধভাবে নীরবে শ্রেণিকক্ষে যাবে। প্রার্থনার সময় কোন কথা না বলে , শান্তভাবে থাকবে। প্রার্থনা কক্ষের নায়কেরা এবং শ্রেণির নায়কেরা নিজেদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করবে। শিশু মহলেও সকলে যাতে নীরবতা ও শৃঙ্খলা পালন করে , নায়কেরা তা লক্ষ্য করবে। শ্রেণিতে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য শ্রেণির নায়কের নির্দেশ প্রত্যেক ছাত্র - ছাত্রীকে মেনে চলতে হবে। ছুটির ঘন্টার পর শৃঙ্খলা বজায় রেখে ছাত্র - ছাত্রী শ্রেণিকক্ষ ত্যাগ করবে। শ্রেণিকক্ষ সর্বদা পরিষ্কার রাখবে। কাগজ , আবর্জনা ইত্যাদি সর্বদা নির্দিষ্ট স্থানে ফেলবে। শ্রেণি কক্ষের দেওয়ালে বা বেঞ্চে দাগ কাট , লেখা খুব খারাপ অভ্যাস। বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ, মাঠ, উদ্যান পরিষ্কার রাখবে ।

অভিভাবকের কর্তব্য

প্রতি বছর অভিভাবক সভার মাধ্যমে বিদ্যালয়ের শিক্ষক - শিক্ষিকা , অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের মধ্যে শিক্ষার্থীদের পঠন - পাঠন এবং সহ - পাঠক্রমিক নানা বিষয় নিয়ে পারস্পরিক মত বিনিময় হয়। এর মাধ্যমে ছাত্র - ছাত্রীদের সামগ্রিক বিকাশের বিভিন্ন দিক উন্মোচিত হয়ে থাকে। তাই প্রত্যেক অভিভাবকের উক্ত সভাগুলিতে উপস্থিত বাঞ্ছনীয়।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

শ্রীযুক্ত কুশল ব্যানার্জী (প্রধান শিক্ষক, ইউনিট - ২) শ্রীমতী স্বপ্না ভট্টাচার্য (সহ শিক্ষক), শ্রীযুক্ত সুব্রত সিংহরায় (সহ শিক্ষক), শ্রীমতী শুচিস্মিতা চক্রবর্তী (সহ শিক্ষক), শ্রীযুক্ত সৈকত আশ (সহ শিক্ষক),

---

শ্রীযুক্ত অশোক পালিত (প্রধান শিক্ষক, ইউনিট - ১) শ্রীযুক্ত সুমন কল্যাণ কুন্ডু (সহ শিক্ষক), শ্রীযুক্ত দেবাশীষ পাল (সহ শিক্ষক), শ্রীযুক্ত পুলক কুমার দাস (সহ শিক্ষক), শ্রীমতী মিতা সোম (সহ শিক্ষক), শ্রীমতী দীপদীপ্তা গরাই (সহ শিক্ষক), শ্রীযুক্ত তরুণ সামন্ত (সহ শিক্ষক),শ্রীযুক্ত অনুপ ভট্টাচার্য (সহ শিক্ষক), শ্রীযুক্ত শুভেন্দু ঘোষ (সহ শিক্ষক), শ্রীমতী শাশ্বতী পাল (নৃত্য), শ্রীযুক্ত কমল সাহা (শরীর শিক্ষা), শ্রীযুক্ত পার্থপ্রতীম দাস (কম্পিউটার), শ্রীযুক্ত অণির্বাণ রায় (কম্পিউটার), শ্রীযুক্ত সিদ্ধার্থ চৌধুরী (যোগাসন), শ্রীযুক্ত মধুসূদন দাস (খেলাধুলা),শ্রীযুক্ত দিগম্বর সাউ (শিক্ষাকর্মী), শ্রীমতী কোয়েল ভট্টাচার্য (স্পোকেন ইংলিশ), শ্রীমতী শ্রদ্ধা সিং (স্পোকেন ইংলিশ), শ্রীমতী আলো মুখার্জী (স্পোকেন ইংলিশ)।

স্বামী প্রেমঘনানন্দ (অরূপ) মহারাজের অমৃতবাণী

১। মনে সর্বদা বিচার কর, সহ্যগুণ বাড়াও, আর সকলকে ভালবাস। দেখবে আপনা আপনি তোমার রাগ কমতে আরম্ভ হয়েছে। বন্ধুকে প্রাণ দিয়ে ভালবাস, তার গুণ দেখ , সকলের কাছে তার গুণ বল , আর সমস্ত মন দিয়ে কামনা কর বন্ধুকে সবাই ভালবাসুক, সম্মান দিক, দেখবে হিংসে আপনা আপনি কোথায় পালিয়ে গেছে

২। নিজের আরামের জন্য কখনও ব্যস্ত হয়ো না। পরের, দশজনের উপকারের জন্যে ব্যস্ত হও। ভদ্র হও, সভ্য হও। মহৎ হবার কামনা কর। নিজের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হও। উন্নতি আপনা আপনিই হবে। মনের মন্দ কমবে, ভাল বাড়বে।

৩। বড় হবার ভাল হবার কামনা করে যে আন্তরিকভাবে কাজে এগিয়ে যায়, পৃথিবীতে এমন কোন শক্তি নেই যে তার গতিরোধ করতে পারে । উৎসাহী হও, কর্মশীল হও, জয় তোমার হবেই হবে।

৪। আমাদের মন অস্থির আর সব সময়ই নিজের অভাব অভিযোগ নিয়ে ব্যস্ত। এ জন্যেই পরমশক্তির স্রোত আমাদের ভেতর সাড়া জাগাতে পারছে না। ধ্যান অভ্যাসের দ্বারা আমাদের মন যত শান্ত হবে, ততই আমাদের মনে সেই পরমশক্তির ধারা প্রবেশ করবে। আমাদের মন বিশেষ শক্তিতে শক্তিমান হয়ে উঠবে।

৫। মনে অহংকার এলে বড় হবার কামনা বাড়াও। যারা তোমার চাইতেও বড় তাদের ওপর নজর রাখ। আত্মবিশ্বাসী হও। সত্যিকার গুণী হবার চেষ্টা কর।

স্বামী সোমানন্দ মহারাজের অমৃতবাণী ঃ

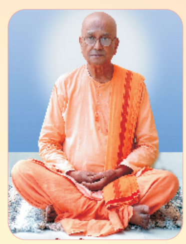

১। ঈশ্বর দর্শনের একটি লক্ষণ হল- এরূপ উপলব্ধিবান পুরুষ কখনও অনৈতিক কাজ করতে পারেন না। তিনি নীতিজ্ঞান সম্পন্ন হন, প্রীতিপ্রেম সহানুভূতিতেপূর্ণ থাকেন। তাই নৈতিকতার পথ অবলম্বন করে ঈশ্বর উপলব্ধিতে পৌঁছানো সম্ভব।

২। পরার্থে কর্ম দ্বারা বা সেবা দ্বারা ঈশ্বর উপলব্ধি হতে পারে। এই সেবা তিনভাবে হয়- দৈহিক, মানসিক, অধ্যাত্মিক। আর্তের সেবা পীড়িতের সেবা দৈহিক সেবার অন্তর্গত। শিক্ষাদান, বিদ্যাদান দ্বারা মানসিক সেবার কাজ হয়। আর ধর্ম ও অধ্যাত্মিক শিক্ষা দ্বারা অধ্যাত্মিক সেবা হয়। যে কোন প্রকার সেবা দ্বারা অভীষ্ট ফল লাভ হতে পারে।

৩। 'শ্রদ্ধা' ইতিমূলক শিক্ষাগ্রহণ করে, নেতিমূলক শিক্ষা পরিত্যাগ করে। শ্রদ্ধাশীলের মন থাকে গঠনমূলকের দিকে। মনে যদি শ্রদ্ধা না থাকে, যদি শুধু বুদ্ধি দ্বারাই পরিচালিত হয়, তবে কেবল শুষ্ক পান্ডিত্য, বিতর্ক, নাস্তিকতা আনয়ন করে।

৪। যে কোন বিপদ, যে কোন সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে সাহসের সঙ্গে। পলায়নী মনোবৃত্তি, ভীরুতা, দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সাহসের সঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে। এতে নেতৃত্ব শক্তিও জেগে ওঠে এবং আত্মিক শক্তির বিকাশ হয়।

৫। অভ্যাসই সর্ব বিষয়ে সাফল্যের চাবিকাঠি। অভ্যাসেরই অপর নাম সাধনা ।

ওঁ অসতো মা সদ্‌গময় তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মা অমৃতং গময় আবিরাবীর্ম এধি।

জ্ঞাতব্য বিবরণী

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পাঠশালা

(জি.এস. এফ. পি), স্থাপিত - ১৯৬০ • ৪০ রামকৃষ্ণ রোড , পো. - রিশড়া, হুগলী

Contact : 79800 31970 / 89612 26750, E-mail : pathshala@msrka.org

বিদ্যালয়ে শিশু শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের পঠন পাঠন চলে।
চতুর্থ শ্রেণি উত্তীর্ণ ছাত্ররা আশ্রমের দুটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের যে কোন একটিতে সরাসরি পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তি হতে পারবে।
কোন্ ছাত্র কোন্ বিদ্যালয়ে যাবে তা কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন ।

ছাত্রছাত্রীদের বিশেষ শিক্ষা

সাধারণ পুস্তক -কেন্দ্রিক শিক্ষা ছাড়াও ছাত্রদের দেহ ও মন গঠনে খেলাধূলা , ব্রতচারী শিক্ষার প্রতি যত্ন নেওয়া হয় । ছাত্রীদের নৃত্য ও সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে অনেক বছর আগে থেকেই। সাধারণ হাতের কাজ যেমন, ছবি আঁকা , কাগজের ফুল ও মাটির কাজের ক্লাস হয়ে থাকে। খেলাধূলার শিক্ষা এবং গান ও নাচ শিক্ষিকাগণ নিয়মিত শিক্ষা দিয়ে থাকেন। পাঠশালার নিজস্ব তবলা, হারমোনিয়াম এবং মাইকের ব্যবস্থা আছে । ফ্যানের ব্যবস্থাও গৃহনির্মাণের পরেই করা হয়েছে। ফোনও হয়েছে।

বিদ্যালয়ের প্রারম্ভে প্রার্থনা সংগীত যা প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ শুরু করে দিয়ে গেছেন তা নিয়মিত চলছে। প্রতিমাসে এক শনিবারে শিশুমহলের ব্যবস্থা হয়, সেখানে ছেলেমেয়েদের আবৃত্তি , বক্তৃতা , নাচগানের আসর বসে । পাঠশালার সামনেই যে বড় মাঠটি আছে তাতে ছেলেমেয়েরা টিফিনের সময়ে এবং অন্য সময়ে খেলাধূলার সুযোগ পায়। ছেলেমেয়েদের দেহ মনের বিকাশের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করা হয়।

এছাড়াও আছে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। ছাত্রছাত্রীরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে নানা বিভাগে পুরস্কারাদি লাভ করে থাকে। বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবে কৃতী ছাত্রছাত্রীরা নানাবিধ পুরস্কার পেয়ে থাকে। এই উৎসবে ছেলেমেয়েরা গান , আবৃত্তি , নাচ, অভিনয় প্রভৃতিতে অংশ গ্রহণের সুযোগ পায়। বিদ্যালয়ে সাপ্তাহিক , মাসিক মূল্যায়ন ছাড়া বছরে তিনটি পরীক্ষা নেওয়া হয়। এছাড়া বিজ্ঞান, মেধা অনুসন্ধান ও বৃত্তি পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা অংশ গ্রহণ করে। ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষক শিক্ষিকারা প্রতি বছর পিকনিক করে থাকেন । বছরে দু'বার বিদ্যালয়ে অভিভাবক সভা, মাতা শিক্ষক সমিতি সভা ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মদিনে মাতৃসচেতনতা দিবস অনুষ্ঠিত হয় । চতুর্থ শ্রেণিতে Computer শেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। ছাত্র- ছাত্রীদের দ্বারা শিশু সংসদ পরিচালনা হয়।

অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়

সরকারী নির্দেশানুসারে (CCE) Continuous and Comprehensive Evaluation নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন পদ্ধতিতে মূল্যায়ন করা হয়। কোন ছেলেমেয়ে মূল্যায়ন দিতে না পারলে পুনরায় বিশেষ কারণ ছাড়া নেওয়া হয় না।

বিশেষ ইংলিশ শিক্ষা

পাঠশালায় প্রথম শ্রেণি থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা বিশেষ ইংলিশ শিক্ষা এবং কথোপকথন শিক্ষার সুযোগ পায়। এজন্যে বিশেষ শিক্ষায় শিক্ষিত শিক্ষয়িত্রী নিয়োগ করা হয়েছে। বর্তমান যুগোপোযোগী শিক্ষায় এর প্রয়োজন উপলব্ধি করে এরূপ শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আশ্রমের পক্ষ থেকে করা হয়েছে।

উৎসব অনুষ্ঠান

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ছাত্রদের সামাজিক ভাবধারার মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহ , মনীষীদের জন্মদিন, বাংলা নববর্ষ, শিক্ষক দিবস, বার্ষিক পুরষ্কার বিতরণী অনুষ্ঠান উৎস্থাপিত হয়। এই অনুষ্ঠান গুলিতে ছাত্রছাত্রীরা যোগদান করে থাকে।

ভর্ত্তির নিয়মাবলী

১) পাঠশালায় কেবলমাত্র শিশুশ্রেণিতে ভর্তি হয়। ২) ১ লা জানুয়ারি বয়স ৫ বৎসর থেকে ৬ বৎসরের মধ্যে হওয়া চাই। ৩) বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে সরকারী বার্থ রেজিস্ট্রেশন আইন ১৯৬৯ অনুসারে একমাত্র কর্পোরেশন বা মিউনিসিপ্যালিটির বার্থ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট গ্রাহ্য হবে। গ্রামাঞ্চলে ব্লক স্যানিটারী ইন্সপেক্টর সার্টিফিকেট দিতে পারেন। **ভর্তি ফর্ম জমা দেবার সময় বার্থ রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত কপি সঙ্গে দিতে হবে।** ৪) কোনও রকম সুপারিশ গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ছাত্র- ছাত্রীদের গুণগত মানই একমাত্র বিবেচ্য। ফর্ম নেবার সময় বিগত বর্ষের নমুনা প্রশ্ন দেওয়া হয়। ৫) ফর্মের সঙ্গে ২ কপি পাসপোর্ট সাইজের রঙীন ফটো , আধার কার্ডের জেরক্স জমা দিতে হবে ও আসল বার্থ সার্টিফিকেট ফর্মের সঙ্গে আনতে হবে। ৬) আবেদনপত্রে পরীক্ষার্থীর নামের বানান ও উপাধি বার্থ সার্টিফিকেট অনুসারে লিখতে হবে। ৭) আবেদনপত্রে শিশুর ও পিতার নাম ইংরাজী বড় অক্ষরে এবং বাংলায় উভয়েই লিখতে হবে। বাকী ঘর বাংলায় পূরণ করতে হবে।

বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষাকর্মীবৃন্দ পাঠশালা

১) **উমা চক্রবর্ত্তী** (প্রধানা শিক্ষিকা) ২) সুদীপ রায় (সহঃ শিক্ষক) ৩) নির্মাল্য দত্ত (সহঃ শিক্ষক) ৪) তনুশ্রী সাহা গাঙ্গুলী (সহঃ শিক্ষিকা) ৫) সমীর বিশ্বাস (সহঃ শিক্ষক) ৬) নয়নতারা দাস (সহঃ শিক্ষিকা) ৭) কৌশিক চাঁই (সহঃ শিক্ষক) ৮) সুজয় সাহা (আশ্রমিক কর্মী শিক্ষক), ৯) অঞ্জন চক্রবর্ত্তী (সহঃ শিক্ষক) ১০) দিলীপ খামরুই (চতুর্থ শ্রেণি কর্মী)।

জ্ঞাতব্য বিবরণী

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিবেকানন্দ বিদ্যালয়

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ সূচক সংখ্যা ঃ T1 - 1 51 • স্থাপিত - ১৯৬৩ • ৪০ রামকৃষ্ণ রোড , পো. - রিশড়া, হুগলী
Contact : 94749 88641, E-mail : vivekanandavid@msrka.org

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ অনুমোদিত এই বিদ্যালয়ে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পঠন - পাঠনের সুযোগ আছে ছাত্রদের । জেলা তথা রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

ভর্তি সংক্রান্ত জ্ঞাতব্য বিষয়

পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠানসমূহে ভর্তি -বিষয়ক নীতি-পদ্ধতি অনুযায়ী বিদ্যালয়ের নিয়ামক সমিতির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ছাত্রের ভর্তি চূড়ান্ত হবে । আশ্রম বিদ্যালয়সমূহের প্রাথমিক বিভাগগুলি থেকে আগত নির্বাচিত ছাত্ররা রীতি অনুযায়ী পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণিতে সরাসরি ভর্তির সুযোগ পাবে । ভর্তির সময় ভর্তির জন্য বিবেচিত সমস্ত ছাত্রকে প্রয়োজনীয় নথিপত্রাদি দাখিল করতে হবে ।

উপস্থিতি

বিদ্যালয়ে প্রত্যহ উপস্থিতি বাঞ্ছনীয়। শতকরা ৭৫ দিন এর কম উপস্থিতিতে বিদ্যালয়ের পরীক্ষার বসার অনুমতি দেওয়া হয় না । মাধ্যমিক পরীক্ষার ক্ষেত্রে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নির্ধারিত উপস্থিতির নিয়ম প্রযোজ্য ।

উৎসব অনুষ্ঠান

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ছাত্রদের সামাজিক ভাবধারার মানোন্নয়নের জন্য বিভিন্ন জাতীয় দিবস সমূহ, মনীষীদের জন্মদিন, বাংলা নববর্ষ, শিক্ষক দিবস উদ্‌যাপন এবং বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানগুলিতে ছাত্ররা যোগদান করে থাকে।

সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলী

পাঠক্রম নির্ধারিত পঠন - পাঠন ছাড়াও খেলাধূলা, সঙ্গীত, আবৃত্তি , বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রদের সার্বিক বিকাশের প্রচেষ্টা করা হয়। উল্লেখযোগ্য ঃ- বিদ্যালয়ের পত্রিকা ‘কোরক’ প্রকাশিত হয়। শারদ উৎসবের প্রাক্কালে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয় । বিদ্যালয়ে আন্তঃ শ্রেণি বার্ষিক ফুটবল প্রতিযোগিতা আয়োজিত হয় এবং আন্তঃ শ্রেণি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বার্ষিক ‘ Quiz competition’ অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষামূলক ভ্রমণ এর আয়োজন প্রতিবছর হয় ।

কম্পিউটার শিক্ষা

বিদ্যালয়ের পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রদের ICT অনুমোদিত কম্পিউটার শিক্ষাদান করা হয়। দশম শ্রেণির শেষে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কম্পিউটার শিক্ষার শংসাপত্র প্রদান করা হয় ।

স্বাস্থ্য পরিষেবা

শ্রীরামপুর ‘ওয়ালস্ হাসপাতাল’ কর্তৃপক্ষ দ্বারা ছাত্রদের বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এছাড়াও সরকারীভাবে ছাত্রদের আয়রন ট্যাবলেট ও কৃমিনাশক বড়ি দেওয়া হয় ।

মিড্‌ডে মিল

সরকারী প্রকল্প হিসাবে বিদ্যালয়ে প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালীন বিরতির সময় বিদ্যালয়ের রান্নাঘরে প্রস্তুত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়।

অবশ্য পালনীয় কর্তব্য

১) ছাত্রদের প্রত্যহ বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পোশাক - সাদা জামা, পঞ্চম - অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রদের নীল হাফ প্যান্ট, নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রদের নীল ফুল প্যান্ট, কালো জুতো, নীল মোজা , শীতকালে নেভি ব্লু সোয়েটার পরে উপস্থিত হতে হবে। ২) প্রার্থনা কক্ষে দৈনিক সমবেত প্রার্থনা অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হবে। ৩) বিনা অনুমতিতে স্কুল আরম্ভের পরে বিদ্যালয়ে প্রবেশ বা ছুটির নির্ধারিত সময়ের পূর্বে বিদ্যালয় ত্যাগ করা যাবে না। ৪) সাইকেল নিয়ে স্কুলে এলে, সাইকেল স্ট্যান্ডে সাইকেল রাখতে হবে। ৫) বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা যথাযথভাবে পালন করতে হবে। ৬) বিদ্যালয়ে প্রতিদিন প্রয়োজনীয় বইখাতা ও ‘শিক্ষাপঞ্জী’ আনতে হবে। ৭) কোনোভাবেই বিদ্যালয়ে মোবাইল ফোন নিয়ে আসা যাবে না।

বিদ্যালয়ের বিগত বছরগুলির মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ	উত্তীর্ণের শতকরা হার	স্টার মার্কস ৭৫ %+	সর্বোচ্চ নম্বর	রাজ্যে স্থান
২০১৫	৩০	৩০	১০০ %	২৪	৬৭৮	৬ষ্ঠ ও ৭ম
২০১৬	৩৪	৩৪	১০০ %	২৮	৬৫৭	
২০১৭	৪২	৪২	১০০ %	২৯	৬৫৭	
২০১৮	৪৬	৪৬	১০০ %	৩০	৬৬৭	
২০১৯	৫২	৫২	১০০ %	২৭	৬৫৩	
২০২০	৪৬	৪৬	১০০ %	৩৮	৬৭৬	
২০২১	৪৮	৪৮	১০০ %	৪৮	৬৯৩	৫ম, ৬ষ্ঠ, ৮ম/ ৯ম ও ১০ম
২০২২	৪৯	৪৯	১০০ %	৪০	৬৭৯	
২০২৩	৪৫	৪৫	১০০ %	৩৭	৬৮৬	৬ষ্ঠ, ১০ম, ১১ দশ
২০২৪	৫৫	৫৫	১০০ %	৩৬	৬৭০	

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিবেকানন্দ বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ

১) **শ্রীপ্রণব কুমার ঘোষ** প্রধান শিক্ষক, এম.এস.সি. (পদার্থবিদ্যা), বি.এড. ২) শ্রীদেবজিৎ গুপ্ত, সহ শিক্ষক এম.এ. (বাংলা) বি. এড, ৩) শ্রীগৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়, সহ শিক্ষক এম.এ. (ডবল / ইতিহাস) বি.এড. এম.এড.ইন. এডুকেশন, ৪) শ্রীজীবন বিশ্বাস, সহ শিক্ষক বি. এ., বি-এড, ৫) শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বাউল দাস, সহ শিক্ষক এম.এ. (ইংরাজী) বি.এড, ৬) শ্রীমতী অর্পিতা বাগ, সহ শিক্ষিকা এম্-এস-সি, (জুলজি), ৭) শ্রীশুভাশিস দাস, সহ শিক্ষক এম.এ.(ইংরাজী), বি. এড, ৮) শ্রীনিশিকান্ত দাস, সহ শিক্ষক এম.এস.সি, (গণিত) বি. এড, ৯) শ্রীদেবব্রত মাইতি, সহ শিক্ষক এম.পি.এড, ১০) শ্রীসুশান্ত মন্ডল, শিক্ষাকর্মী বি.কম, ১১) শ্রীপ্রসেনজিৎ হালদার, শিক্ষাকর্মী, এম.কম, ১২) শ্রীমনস্বী রায়, কম্পিউটার প্রশিক্ষক (ICT)।

সাহায্যকারী শিক্ষকবৃন্দ

১) শ্রীঅরূপ লাহা, (গণিত) ২) শ্রীবিদ্যুৎ দত্ত, (গণিত) ৩) শ্রীরিন্টু চ্যাটার্জী, (বিজ্ঞান) ৪) শ্রী তুহিন রায়, (কম্পিউটার), ৫) শ্রীসোমনাথ পাল, (কম্পিউটার) ৬) রথীন বণিক (বাংলা) ৭) শ্রীলক্ষণ মালিক, (সাহায্যকারী শিক্ষাকর্মী)।

বিবেকানন্দের শিক্ষা চিন্তা

মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান তার বিকাশের নাম শিক্ষা। ধর্ম হচ্ছে মানুষের ভিতর যে দেবত্ব প্রথম থেকেই বিদ্যমান তার বিকাশ। ধর্মকে আমি শিক্ষার ভেতরকার সার জিনিস বলেই মনে করি। খালি বই পড়া শিক্ষা হইলে চলিবে না। যাহাতে চরিত্রগঠন হয়, মনের শক্তি বাড়ে, বুদ্ধির বিকাশ হয়, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারে - এইরকম শিক্ষা চাই। পড়েছ, "মাতৃদেবোভব, পিতৃদেবোভব", আমি বলি দরিদ্রদেবোভব, মুর্খদেবোভব, দরিদ্র, মূর্খ অজ্ঞানী, কাতর - ইহারাই তোমার দেবতা হউক। ইহাদের সেবাই পরম ধর্ম জানিবে। যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সেই নাস্তিক। প্রাচীন ধর্ম বলিত ঃ যে ঈশ্বর বিশ্বাস করে না সে নাস্তিক। নতুন ধর্ম বলিতেছে ঃ যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সেই নাস্তিক।

জ্ঞাতব্য বিবরণী

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয় (উঃ মাঃ)

WBBSE INDEX NO: TI - 037 H.S.Code 117238 • স্থাপিত - ১৯৫৯ • ৪০ রামকৃষ্ণ রোড , পো. - রিশড়া, হুগলী
Contact : 91 33356 50053, E-mail : hs@msrka.org

পঞ্চম শ্রেণির জন্য ঃ– পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য আশ্রম প্রতিষ্ঠানসমূহের ভর্তি বিষয়ক নীতি - পদ্ধতি অনুযায়ী বিদ্যালয়ের ভর্তি - নিয়ামক সমিতির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ছাত্রভর্তি চূড়ান্ত হবে । আশ্রম বিদ্যালয়সমূহের প্রাথমিক বিভাগগুলি থেকে আগত নির্বাচিত ছাত্ররা রীতি অনুযায়ী পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শ্রেণিতে সরাসরি ভর্তির সুযোগ পাবে । ভর্তির সময় ভর্তির জন্য বিবেচিত সমস্ত ছাত্রকে প্রয়োজনীয় নথিপত্রাদি দাখিল করতে হবে ।

একাদশ শ্রেণির জন্য ঃ– ১) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ কর্তৃক প্রস্তাবিত নিয়মকানুন , মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল ও বিদ্যালয়ের নিজেস্ব ভর্তি বিষয়ক নীতি - পদ্ধতি অনুযায়ী বিদ্যালয়ের ভর্তি - নিয়ামক সমিতির সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে ছাত্র ভর্তি চূড়ান্ত হবে। ২) একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রদের বিদ্যালয়ের কার্যালয় থেকে মুদ্রিত আবেদনপত্র সংগ্রহ করতে হবে এবং নির্ধারিত তারিখের মধ্যে আবেদনপত্রটি ছাত্রকে স্বহস্তে পূরণ করে কার্যালয়ে জমা দিতে হবে। ছাত্র যে বিদ্যালয়ে শেষ পড়েছে , তার প্রধান কর্তৃক যথাযথ প্রত্যয়িত (attested) মাধ্যমিক পরীক্ষার অ্যাডমিট ও মার্কশিটের জেরক্স কপি সঙ্গে দিতে হবে । ৩) ভর্তির জন্য বিবেচিত সমস্ত ছাত্রকে ভর্তির সময় অবশ্যই মূল মার্কশিট দেখাতে হবে এবং সম্প্রতি তোলা একটি স্ট্যাম্প সাইজের ফটো ও প্রয়োজনীয় ফি জমা দিতে হবে।
৪) মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হবে । এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি তখনই প্রকাশিত হবে । ৫) ভর্তির সময় কার্যালয় থেকে শিক্ষাপঞ্জী ও ছুটির তালিকা সংগ্রহ করতে হবে । ৬) জুলাই মাসে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয় । ৭) প্রয়োজনে নির্দিষ্ট মাসিক অর্থ দিয়ে সাইকেল স্ট্যান্ডে সাইকেল রাখা যাবে ।

উপস্থিতি

বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার শতকরা ৭৫ দিন হওয়া অবশ্যই প্রয়োজন। অন্যথায় ছাত্রকে পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হবে না। উচ্চ মাধ্যমিক সংসদের নিয়ম অনুযায়ী বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার শতকরা ৭০ দিন হওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় একাদশ শ্রেণির বার্ষিক / দ্বাদশ শ্রেণির নির্বাচনী পরীক্ষায় বসার অনুমতি দেওয়া হবে না। বিজ্ঞানে শ্রেণির পাঠ এবং পরীক্ষাগারের কাজ দুইই সমানভাবে করতে হবে।

উৎসব অনুষ্ঠান

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন জাতীয় দিবসসমূহ, মনীষীদের জন্মদিবস, বাংলা নববর্ষ, শিক্ষক দিবস, বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান উদ্‌যাপিত হয়। এই অনুষ্ঠানগুলিতে ছাত্রদের যোগদান বাধ্যতামূলক।

সহ পাঠক্রমিক কার্যাবলী

পঠন- পাঠন ছাড়াও খেলাধূলা, সঙ্গীত, আবৃত্তি, নাটক , বিতর্ক, পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদির মাধ্যমে ছাত্রদের চারিত্রিক ও মানসিক বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেন । বিদ্যালয়ের পত্রিকা **'কিশোর'** প্রতি বছর নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয় । বিভিন্ন শ্রেণি / বিভাগের ছাত্ররা প্রতি বছর শারদ উৎসবের প্রাক্কালে দেওয়াল পত্রিকা প্রস্তুত করে। শ্রেষ্ঠ পত্রিকাগুলি পুরস্কৃত হয় । বিদ্যালয়ে আন্তঃ শ্রেণি / বার্ষিক বিভিন্ন ফুটবল টুর্নামেন্ট প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের **'আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ইকো ক্লাব'** বিজ্ঞান বিষয় কর্মকান্ড , পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকে । বিদ্যালয়ের **'ইন্টার‍্যাক্ট ক্লাব'** নানা ধরনের সমাজ সচেতনমূলক কর্মকান্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ছাত্রদের সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকর্মে নিয়োজিত করার জন্য রয়েছে **'সত্যজিৎ রায় কালচারাল ক্লাব '**। এই ক্লাবের পক্ষ থেকে দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশিত হয়। বিভিন্ন শ্রেণির ছাত্রদের জন্য শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজনও বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ করে থাকেন। Scout প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে সৃজনমূলক কাজ ও পরিবেশ বান্ধব কর্মসূচিসহ শৃঙ্খলাপরায়ণতার নানা দিক অনুশীলিত হয়। সম্প্রতি Indian Post এর উদ্যোগে বিদ্যালয়ে Philately Club খোলা হয়েছে।

গ্রন্থাগার

বিদ্যালয়ের নিজস্ব গ্রন্থাগারটিতে পাঠ্য পুস্তক / রেফারেন্স পুস্তক / গল্প উপন্যাসধর্মী পুস্তক রয়েছে। গ্রন্থাগারিকের তত্ত্বাবধানে প্রতি শ্রেণির জন্য সপ্তাহে একদিন গ্রন্থাগারের নির্দিষ্ট পিরিয়ডে ছাত্ররা পুস্তক নেওয়া বা জমা দেওয়ার কাজ করতে পারে। বিদ্যালয়ের এই নিজস্ব গ্রন্থাগারটি ছাড়াও আশ্রমে আছে সরকার পোষিত মহকুমা শহর গ্রন্থাগার। এখানে ছোটদের এবং বড়দের জন্য নির্দিষ্ট বিভাগ আছে । আশ্রমে বিদ্যালয়ের যে কোনো ছাত্র এই গ্রন্থাগারের সদস্য হয়ে এটিকে ব্যবহার করতে পারে। ছাত্রদের কোনো চাঁদা দিতে হয় না। ছোটদের বিভাগের নানারকম পুস্তকাদি ছাড়াও বড়দের বিভাগ থেকেও প্রয়োজনীয় বই গ্রন্থাগারের নির্দিষ্ট নিয়মসাপেক্ষে তারা সংগ্রহ করতে পারে।

কম্পিউটার শিক্ষা

বিদ্যালয়ের পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত ছাত্রদের ICT অনুমোদিত কম্পিউটার শিক্ষাদান করা হয়। দশম শ্রেণির শেষে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে কম্পিউটার শিক্ষার শংসাপত্র প্রদান করা হয়। এই শংশাপত্র সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও বৈধতা পেয়েছে।

ট্রেনে / বাসে ছাড়

ট্রেনে / বাসে ভাড়ার ছাড় পেতে ইচ্ছুক ছাত্রদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কাছে শংসাপত্র পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। দরখাস্তে অভিভাবকেরও স্বাক্ষর থাকা চাই। ছাড়পত্রটির হস্তান্তর / অপব্যবহার দন্ডযোগ্য অপরাধ ।

শিক্ষামূলক ভ্রমণ

প্রত্যেক শিক্ষাবর্ষে শিক্ষামূলক ভ্রমণের আয়োজন করা হয়। উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিজ্ঞান এবং কলা বিভাগের জীববিদ্যা বা ভূগোল বিষয়টিতে পাঠরত ছাত্রদের এই ভ্রমণে যোগদান আবশ্যিক। ভ্রমণের জন্য নির্ধারিত অর্থ ও অভিভাবকের সম্মতিপত্র নির্দিষ্ট সময়ে জমা দিতে হবে । শিক্ষাভ্রমণের সম্ভাব্য সময় একাদশ শ্রেণির মাঝামাঝি (কলা বিভাগের সম্ভাব্য সময় নভেম্বর মাস এবং বিজ্ঞান বিভাগের সম্ভাব্য সময় ডিসেম্বর মাস)। ক্লাস শুরু হওয়ার দুই সপ্তাহের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করতে হবে। পরিবেশবিদ্যা / জীববিদ্যা / ভূগোলের প্র্যাক্টিক্যাল পরীক্ষার প্রোজেক্ট কেবলমাত্র শিক্ষামূলক ভ্রমণেই করানো হবে।

ছাত্রাবাস

উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির ছাত্রদের জন্য ছাত্রাবাসে থেকে পড়াশুনা ও চরিত্র গঠনের সুবন্দোবস্ত আছে। নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রকে নিয়মানুসারে এই সুযোগ দেওয়া হয়। স্বামী বিবেকানন্দের মানুষ গড়ার আদর্শ নিয়ে ছেলেদের কর্মঠ, স্বাবলম্বী ও চরিত্রবান করে গড়ে তোলা এবং সুনিয়ম ও শৃঙ্খলার ভেতর দিয়ে শিক্ষক ও সাধুদের সাহচর্যে আদর্শ জীবন তৈরী করা ছাত্রাবাসের অন্যতম উদ্দেশ্য।

অবশ্য পালনীয় কর্তব্য

১) প্রত্যেক ছাত্রের ১০.৩০ মিনিটের মধ্যে উপস্থিতি ও সঠিক সময়ে সমবেত প্রার্থনায় যোগদান বাধ্যতামূলক। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে অনুপস্থিতি শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। ২) বিনা অনুমতিতে নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বে বিদ্যালয় পরিত্যাগ দন্ডনীয় অপরাধ। অভিভাবকের লিখিত অনুরোধে কর্তৃপক্ষের বিবেচনা সাপেক্ষে এ ব্যাপারে ছাত্রকে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে । ৩) বিদ্যালয় ভবন, প্রাঙ্গণ ও শ্রেণি কক্ষ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। সাইকেল রাখার নির্দিষ্ট স্থানেই সাইকেল রাখতে হবে । ৪) শ্রেণি অধিনায়কের নির্দেশ ছাত্রদের মেনে চলতে হবে। ৫) শৃঙ্খলা ভঙ্গ করা বা শিক্ষক মহাশয়ের নির্দশ অমান্য করা অমার্জনীয় অপরাধ বলে বিবেচিত হবে। ৬) বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পোশাক পরে বিদ্যালয়ে আসা আবশ্যিক। বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পোশাক - কালো ফুলপ্যান্ট (নবম- দ্বাদশ শ্রেণি) কালো হাফপ্যান্ট (পঞ্চম- অষ্টম শ্রেণি) সাদা হাফশার্ট, কালো জুতো ও নীল মোজা । শীতের দিনে নেভিব্লু সোয়েটার । উচ্চমাধ্যমিক বিভাগের ছাত্রদের ল্যাবরেটরিতে কাজ করার সময় রসায়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই এ্যাপ্রন ব্যবহার করতে হবে। ৭) ল্যাবরেটরির যাবতীয় সরঞ্জাম ব্যবহারের সময় ছাত্রদের বিশেষভাবে যত্নশীল হতে হবে। ৮) প্রতিদিন পঠন- পাঠন আরম্ভ হওয়ার পূর্বে প্রার্থনা সভায় ছাত্রদের যোগ দিতে হবে । বিদ্যালয় নির্দিষ্ট দিনে ছাত্রদের প্রার্থনাসভা পরিচালনা করতে হবে। ৯) পরীক্ষাগার নির্ভর ব্যবহারিক বিষয়গুলি (Lab-based) জন্য নির্দিষ্ট খাতা বিষয় শিক্ষক - শিক্ষিকাবৃন্দকে দিয়ে নিয়মিত মূল্যায়ন ও স্বাক্ষর করিয়ে নিতে হবে। প্রকল্পের খাতাগুলিও যথানির্দিষ্ট সময়ে বিষয় - শিক্ষক - শিক্ষিকার তত্ত্বাবধানে ও পরামর্শে জমা দিতে হবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা

শ্রীরামপুর 'ওয়ালস্ হাসপাতাল' দ্বারা ছাত্রদের বার্ষিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এছাড়া সরকারিভাবে ছাত্রদের আয়রন ট্যাবলেট ও কৃমিনাশক বড়ি দেওয়া হয় ।

মিড্‌ডে মিল

সরকারি প্রকল্প হিসাবে বিদ্যালয়ে প্রত্যহ মধ্যাহ্ন কালীন বিরতির সময় বিদ্যালয়ে রান্নাঘরে প্রস্তুত সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়।

ঃ বিদ্যালয়ের বিগত বছরগুলির মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল ঃ

সাল	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা	উত্তীর্ণ	উত্তীর্ণের শতকরা হার	স্টার মার্কস ৭৫ %+
২০১৫	১৩৫	১৩৫	১০০ %	৯০
২০১৬	১৩০	১৩০	১০০ %	১০৪
২০১৭	১২৪	১২৪	১০০ %	১০২
২০১৮	১২২	১২২	১০০ %	১১১
২০১৯	১১৯	১১৯	১০০ %	৮৮
২০২০	১১৩	১১৩	১০০ %	৯১
২০২১	১১৩	১১৩	১০০ %	৯২
২০২২	১০৭	১০৭	১০০ %	৮২
২০২৩	১১৬	১১৬	১০০ %	(৬৮৪) ৯০ (রাজ্যে ৯ ম)
২০২৪	১৩০	১৩০	১০০ %	(৬৭৬) ৯৭

ঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিদ্যালয়ের বিগত বছরগুলির ফলাফল একনজরে ঃ

বর্ষ	পরীক্ষার্থীর সংখ্যা		৮০ %+		৭৫ %+		৬০%+		সর্বোচ্চ নম্বর (পূর্ণমান ৫০০)		
	বিজ্ঞান	কলা	বিজ্ঞান	কলা	বিজ্ঞান	কলা	বিজ্ঞান	কলা	বিজ্ঞান		কলা
২০১৬	৭২	১০	৬০	০৮	৬৭	১০	৭১	১০	৪৮৫	(রাজ্যে ৮ ম)	৪৬১
২০১৭	৭৪	২৪	৭১	১১	৭৩	১৮	৭৪	২৪	৪৯২	(রাজ্যে ২য়)	৪০০
২০১৮	৭৫	২৪	৫০	১০	৬২	১৬	৭৫	২৩	৪৭৯		৪৬৩
২০১৯	৭১	৩৮	৫৬	১৩	৭০	১৮	৭১	৩৮	৪৯৪ /৪৮৮	(রাজ্যে ৩য়) (রাজ্যে ৮ম)	৪৬৩
২০২০	৭৪	৩৭	৭২	২৪	৭৪	৩৩	৭৪	৩৭	৪৯৬	(রাজ্যে ৪র্থ)	৪৮০
২০২১	৮১	৪৭	৭২	৩১	৭৯	৪০	৮১	৪৭	৪৯৩		৪৮১
২০২২	৭৮	৩৮	৭৮	৩৬	৭৮	০২	৭৮	৩৮	৪৮৯	(রাজ্যে ১০ ম)	৪৯১ (রাজ্যে ৮ম)
২০২৩	৭৯	২৬	৬৭	১৬	৭৭	২৪	৭৯	২৬	৪৮২		৪৮৮ (রাজ্যে ৯ম)
২০২৪	৭২	২৩	৫৮	১৭	৬৯	২২	৭২	২৩	৪৯১	(রাজ্যে ৬ষ্ঠ)	৪৮৯ (রাজ্যে ৮ম)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ বিদ্যালয় উচ্চমাধ্যমিকে উন্নীত হলেও সরকার থেকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী পাওয়া যায়নি। কিন্তু উন্নতমানের পঠন পাঠন পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। সেজন্যই অনন্যোপায় হয়ে আশ্রম কর্তৃপক্ষ উচ্চ মাধ্যমিক ছাত্রদের জন্য বার্ষিক অনুদান নিতে বাধ্য হচ্ছেন। এ ব্যাপারে মাননীয় অভিভাবকগণের সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে।

পাঠ্য বিষয়সমূহ (উচ্চমাধ্যমিক স্তর ঃ ১১শ/১২শ শ্রেণি)

(একাদশ শ্রেণির বিভিন্ন শাখার ছাত্রগণ নিম্নের তালিকা থেকে বিষয়সমূহ নির্বাচন করবে)

আবশ্যিক বিষয় - বাংলা (ক), ইংরাজী (খ)

বিজ্ঞান শাখা - পদার্থবিদ্যা , রসায়ন , গণিত , জীববিদ্যা , রাশিবিজ্ঞান (Statistics), পরিবেশ বিজ্ঞান , কম্পিউটার সায়েন্স।

কলা শাখা - ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, গণিত, ভূগোল, জীববিদ্যা, সংস্কৃত, দর্শন, অর্থনীতি , শিক্ষাবিজ্ঞান পরিবেশবিদ্যা, মর্ডান কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন।

সংসদ নির্ধারিত বিষয় বিন্যাস নিম্নে দেওয়া হল। একটি সেট থেকেই বিষয় নির্বাচন করতে হবে। একটি Optional Elective এবং তিনটি Compulsory Elective Subject নির্বাচন করতে হবে। বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে সংসদ / বিদ্যালয়ের নির্দেশ চূড়ান্ত ।

(শুধুমাত্র বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়গুলিই উল্লেখ করা হল)

SET I

- Physics (PHYS)
- Chemistry (CHEM) or Geography (GEGR)
- Economics (ECON)
- Mathematics (MATH)
- Biological Science (BIOS)
- Statistics (STAT)
- Computer Science (COMS) or Environmental Studies (ENVS) or Modern Computer Application (COMA)

SET II

- Political Science (POLS) or Biological Science (BIOS)
- Education (EDCN)
- Sanskrit (SNSK)
- Mathematics (MATH)
- Economics (ECON)
- Philosophy (PHIL)
- History (HIST) or Statistics (STAT)
- Geography (GEGR)
- Environmental Studies (ENVS) or Modern Computer Application (COMA)

(বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নির্দেশিকা আবেদন পত্র গ্রহণের সময় বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হবে। ওই ব্যাপারে উঃ মাঃ শিক্ষা সংসদের সর্বশেষ বিজ্ঞপ্তি দ্রষ্টব্য, কাউন্সিলের ওয়েবসাইটে বিষয়টি দেখে নেওয়া যাবে।)

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয় (উচ্চ মাধ্যমিক)

শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষাকর্মীবৃন্দ

১) **শ্রীকৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়**- প্রধান শিক্ষক , এম.এস.সি (রসায়ন), বি.এড্ ২) শ্রীদেবকান্ত সরকার - সহ প্রঃ শিক্ষক, এম.এ (রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস), বি. এড্ ৩) শ্রীআশিস পাল - সহ শিক্ষক, এম.এ(বাংলা); বি. এড্ ;পি.এইচ-ডি. ৪) শ্রীসুমন চক্রবর্তী - সহ শিক্ষক; এম.এ (ইংরাজী), এম. ফিল, বি. এড্ ৫) শ্রীপ্রশান্ত কর্মকার - সহ শিক্ষক -এম.এস - সি (পদার্থবিদ্যা) ; বি.টি. ৬) শ্রীমানিকচন্দ্র কার্য্যী - সহ শিক্ষক - এম.এস - সি (গণিত) ; বি. এড্ ৭) শ্রীমৃণাল মুখোপাধ্যায় - সহ শিক্ষক - বি.কম - (অনার্স);এম. পি -এড্ ৭) শ্রীসত্যজিৎ সাধু - সহ শিক্ষক এম.এ (ডবল) (ইতিহাস ও শিক্ষাবিজ্ঞান), বি. এড্ ৯) শ্রীদীপশংকর রায়, সহ শিক্ষক - এম.এ. (বাংলা ও শিক্ষাবিজ্ঞান), এম. ফিল, এম.এড্ ১০) শ্রীচিত্তরঞ্জন মুর্মু - সহ শিক্ষক -এম.এ (ইতিহাস); বি. এড্ ১১) শ্রীবাণীপদ ভট্টাচার্য- সহ শিক্ষক এম.এ (ভূগোল); বি. এড্ ডিপ্লোমা ইন ইন্ডিয়ান স্পিরিচুয়াল হেরিটেজ ১২) শ্রীদেবাশিস কংসবণিক - সহ শিক্ষক এম.এ (ভূগোল);বি. এড্ ১৩) শ্রীমতী মমতা শীল - সহ শিক্ষিকা এম.এ-সি (পদার্থবিদ্যা); বি. এড্ ১৪) শ্রীসৌম্য সাহা - সহ শিক্ষক এম.এস - সি (শারীরবিদ্যা), বি. এড্ ১৫) শ্রীসমর ঘোষ - সহ শিক্ষক এম.এস - সি (রসায়ন); বি. এড্ ১৬) শ্রীগৌতম মন্ডল - সহ শিক্ষক এম.এস - সি (এগ্রিঃ);বি. এড্ ১৭) শ্রীউৎপল আদক - সহ শিক্ষক এম.এ (ইংরাজী) ;বি. এড্ ১৮) শ্রীসুনীলকুমার মুর্মু - সহ শিক্ষক , বি.এ (অনার্স) - (ইংরাজী);বি. এড্ ১৯) শ্রীমতী সান্ত্বনা পণ্ডা - সহ শিক্ষিকা এম.এস - সি (রসায়ন) ;বি. এড্ ২০) শ্রীমতী ঝুমা জানা - সহ শিক্ষিকা এম.এ (দর্শন); বি. এড্ ২১) শ্রীঅনিশ চ্যাটার্জী - সহ শিক্ষক , এম.এস - সি (প্রাণীবিদ্যা); বি. এড্ ২২) শ্রীদেবাশিস দত্ত - পার্শ্ব শিক্ষক, বি.এস - সি (অনার্স) - (পদার্থবিদ্যা); ডি. এড্ ২৩) শ্রীসোমনাথ দত্ত - গ্রন্থাগারিক, বি.এস - সি (অনার্স) ; বি. এল. আই. এস ২৪) শ্রীতপন ব্যানার্জী - করণিক , বি.কম (অনার্স) ; ২৫) শ্রীদেবব্রত গঙ্গোপাধ্যায় - করণিক, এইচ. এস ২৬) শ্রীজয়ন্ত সাহা - শিক্ষাকর্মী , মাধ্যমিক ২৭) শ্রীস্বপনকুমার সিংহ- শিক্ষাকর্মী ২৮) শ্রীগোবিন্দ মালিক - শিক্ষাকর্মী - বি.কম ২৯) শ্রীমৃত্যুঞ্জয় মান্না- শিক্ষাকর্মী ৩০) শ্রীশংকর রজক- শিক্ষাকর্মী ৩১) শ্রীপার্থপ্রতিম দাস- কম্পিউটার প্রশিক্ষক - আই. সি. টি. ৩২) শ্রীদেবজিৎ ঘোষ- স্কাউট প্রশিক্ষক ৩৩) শ্রীমনস্বী রায়- কম্পিউটার প্রশিক্ষক।

সাহায্যকারী শিক্ষকবৃন্দ ঃ

১) শ্রীইন্দ্রজিৎ দে- বাংলা ২) শ্রীসৌম্যেন্দু দীর্ঘাঙ্গী- ইতিহাস ৩) শ্রীউৎসব মুখার্জী - ভূগোল ৪) শ্রীসুপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় - জীবনবিজ্ঞান ৫) শ্রীপ্রিয়ংকন চ্যাটার্জী - অর্থনীতি ৬) শ্রীসুরজিৎ সাঁতরা - গণিত ৭) শ্রীমিলন মুখোপাধ্যায়-জীবন বিজ্ঞান ৮) শ্রীসৌমেন দে-ইংরাজী ৯) শ্রীঅনির্বাণ রায়-কম্পিউটার ১০) শ্রীশুভজিৎ ধর- কম্পিউটার ১১) শ্রীঅভিজিৎ চক্রবর্তী-সংস্কৃত ১২) শ্রীসৌমিক ঘোষ - গণিত ও রাশিবিজ্ঞান ১৩) শ্রীশিলাদিত্য সিংহরায় - গণিত।

সাহায্যকারী শিক্ষাকর্মী ঃ

১) শ্রীকৃষ্ণকিশোর মন্ডল , কার্যালয় সহায়ক ২) শ্রী স্বপনকুমার পাল, শিক্ষাকর্মী

বিদ্যালয় শিক্ষা সংসদ ঃ শ্রীকৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (সভাপতি), প্রধান শিক্ষক, শ্রীদেবকান্ত সরকার (সম্পাদক) সহকারী প্রধান শিক্ষক, শ্রীচিত্তরঞ্জন মুর্মু (সদস্য), শ্রীদেবাশিস কংসবণিক (সদস্য), শ্রীমতী সান্ত্বনা পণ্ডা (সদস্যা) , শ্রীঅনিশ চ্যাটার্জী (সদস্য)।

বিদ্যালয় কর্মী সংসদ ঃ শ্রীসৌম্য সাহা (সচিব), শ্রীতপন ব্যানার্জী (সদস্য), শ্রীমতি মমতা শীল (সদস্যা), শ্রীসোমনাথ দত্ত (সদস্য) ।

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম মঠ

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিদ্যালয় (উঃমাঃ)

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ নিম্নবুনিয়াদী বিদ্যালয়

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম বিবেকানন্দ বিদ্যালয়

সারদা মণ্ডপ

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ছাত্রাবাস

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পাঠশালা

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম শিশুভবন

মাহেশ শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম লাইব্রেরি